তারিখ ... 7.4.2018 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

ফাঁস ঠেকাতে

প্রশ্নপত্র পরীক্ষা কেন্দ্রেই অটোমেশন পদ্ধতিতে ছাপানো হবে

নীতিমালা হচ্ছে

রাকিব উদ্দিন

পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে এবং প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রশ্ন প্রণয়ন থেকে কেন্দ্রে প্রেরণ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে বিস্তারিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে পরীক্ষার কেন্দ্রেই অটোমেশন পদ্ধতিতে ছাপানো হবে প্রশ্নপত্র। কৃত্রিম বুদ্ধি (এআই) ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে একাধিক প্রশ্ন সেট তৈরি করা হবে।

সব পাবলিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত উচ্চপর্যায়ের কমিটি এই কর্মপরিকল্পনা নিয়েছে। এ লক্ষ্যে 'পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রণয়নে করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ে মূল কমিটির অধীনে তিনটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপ-কমিটিগুলোকে আগামী এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, ছাপানো, সংরক্ষণ, বিতরণ ও পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য মূল কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে উপ-কমিটিগুলো।

পাবলিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহবার হোসেনকে আহ্বায়ক করে ১৭ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি রয়েছে। এ কমিটি গত বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে বৈঠক করে তিনটি উপ-কমিটি গঠন ও বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে।

উপ-কমিটির অন্যান্য কার্যবিধির মধ্যে রয়েছে, সিলেবাস অনুযায়ী বিষয়, অধ্যায় ও প্রশ্নের মানবণ্টন অনুসারে সব বিষয়ের সম্ভাব্য সব ধরনের প্রশ্ন প্রণয়ন করা এবং সফটওয়্যার 'কোশ্চেন অ্যাট্রিবিউট'র ভিত্তিতে সব প্রশ্নের ডাটাবেইজ তৈরির মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্নব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধি (এআই) ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে একাধিক প্রশ্ন সেট তৈরি করা হবে। এ দায়িত্ব পালন করবে 'প্রশ্ন-ব্যাংক তৈরি ও নিরাপত্তা উপ-কমিটি'।

এছাড়াও প্রশ্নপত্র মুদ্রণ সংক্রান্ত বিভিন্ন উপ-কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রণয়ন, প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহারের সম্ভাবনা খুঁজে বের করা, প্রশ্নপত্র প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য উভয়প্রান্তে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধানের সুপারিশ প্রণয়ন এবং পাবলিক পরীক্ষাসমূহ সর্বোচ্চ নিরাপত্তার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে প্রশ্নপত্র : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

প্রশ্নপত্র : পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাদের সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রণয়ন।

প্রশ্নপত্র তৈরি ও ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বিত সফটওয়্যার তৈরি করে কেন্দ্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত সময়সীমার মধ্যে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে প্রশ্নপত্র ছাপানোর জন্য 'প্রিন্টিং ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা উপ-কমিটি' গঠন করা হয়েছে, যার সদস্য করা হয়েছে ৬ জনকে। অন্যটি হলো 'নিরাপত্তা উপ-কমিটি এবং লজিস্টিক সাপোর্ট উপ-কমিটি'। এই উপ-কমিটির সদস্য হলেন ৬ জন।

বুধবারের বৈঠকের বিষয়ে জানতে চাইলে কমিটির সদস্য ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মাহবুবুর রহমান বলেন, পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে কর্মপদ্ধতি বের করতে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনটি সাব-কমিটির প্রতিবেদন পেলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে বিষয়টি এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

জানা গেছে, গত কয়েক বছর ধরেই পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি/জেডিসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠে। সরকারের কয়েকটি তদন্তেও এর প্রমাণ মিলেছে। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়তে হয় শিক্ষা প্রশাসনকে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়া যতো রকমের নিরাপত্তা নেয়া দরকার নিচ্ছি। তারপরও কিছু অসাধু শিক্ষকের কারণে তা বন্ধ করা যাচ্ছে না। এর প্রমাণ হচ্ছে প্রিন্সিপাল, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকা গ্রেফতার হওয়া।'

অসাধু শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কোচিং সেন্টারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে- অভিযোগ করে মন্ত্রী বলেন, 'এতে করে শিক্ষকদের চিরায়িত মূল্যবোধ নষ্ট হচ্ছে। শিক্ষকেরা আজ প্রশ্নপত্র ফাঁস করে পাঁচ হাজার থেকে তিন লাখ টাকায় বিক্রি করছে। যারা প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত তারা শিক্ষক নামে কলঙ্ক।'

কারা আছেন উপ-কমিটিতে : ১১ সদস্য বিশিষ্ট প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি ও নিরাপত্তা উপ-কমিটিতে আছেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-১), প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ঢাকা, যশোর ও চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের ম্যানেজার আরফে এলাহী মানিক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটের (বেডু) ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ রবিউল কবির চৌধুরী ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উপসচিব (অধিশাখা-১০।

প্রিন্টিং ব্যবস্থাপনা ও নিরপত্তা উপ-কমিটিতে আছেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২), ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের ম্যানেজার আরফে এলাহী মানিক, কম্পিউটার কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সিস্টেম এনালিস্ট ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট।

এই উপ-কমিটির দায়িত্ব হলো- প্রশ্নপত্র প্রেরণের জন্য উভয়প্রান্তে সফটওয়্যারের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, প্রশ্ন গ্রহণ ও প্রেরণ প্রান্তে নিরপত্তার স্বার্থে একাধিক ব্যক্তি এবং প্রাপ্তি প্রমাণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, প্রশ্নপত্রে গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করা। যেসকল কেন্দ্রে কানেকটিভিটির সুবিধা নেই সেই সকল কেন্দ্রে ডিভাইসের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা। কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত এই ডিভাইস নিষ্ক্রিয় করা।

লজিস্টিক সাপোর্ট উপ-কমিটিতে আছেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), মাদ্রাসা অধিদফতর এবং কারিগরি অধিদফতরের তিন মহাপরিচালক, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সচিব।

এ কমিটির দায়িত্ব হলো, প্রশ্নপত্র ছাপানোর জন্য কেন্দ্রে আধুনিক মান সম্মত ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রিন্টার সরবরাহ, যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষ জনবল ও আর্থিক বরাদ্দ প্রদান, প্রশ্নপত্র ছাপানোর জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং নিরবচ্ছিন্ন ও কাম্যগতির ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করা।

মূল কমিটি তিন উপ-কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে। কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিবকে। কমিটি সদস্যরা হলেন, বুয়েটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ), অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক ১/২), মাউশি মহাপরিচালক, অতিরিক্ত সচিবের পদমর্যাদার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের পদমর্যাদার এক প্রতিনিধি, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের ম্যানেজার আরফে এলাহী মানিক, বেডুর ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ রবিউল কবির চৌধুরী, কম্পিউটার কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব। সবকটি কমিটিই প্রয়োজনে আরও সদস্য নিতে পারবে।